বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও কোভিড-১৯

সংক্ষিপ্ত গবেষণা প্রতিবেদন- ৩

সেপ্টেম্বর ২০২০

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

করোনার প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা

বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাসের বিরূপ প্রভাব সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো বাংলাদেশেও ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) উপর করোনা ভাইরাসের বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারনত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে যারা যেকোনো দূর্যোগ মোকাবিলায় সবসময়ই দুর্বল। করোনা মোকাবিলায় লকডাউনের প্রভাবে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক আয় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্বের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ গ্রাহকই আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্কটে আক্রান্ত হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে এই অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান গুলোও তীব্র সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। কিছু কিছু ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের দৈনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে।

আইএনএম কোভিড পূর্ববর্তী (জানুয়ারী-মার্চ ২০২০) এবং কোভিড চলাকালীন সময়ে (এপ্রিল-জুন ২০২০) ক্ষুদ্র এবং মাঝারি এমএফআইগুলোর আর্থিক অবস্থার উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এ সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে করোনা চলাকালীন সময়ে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ঋণ প্রদানের সংখ্যা করোনা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় ২৯ শতাংশ কমেছে। এই সময়ে তাদের সক্রিয় সদস্যও ৪ শতাংশ কমে গিয়েছে। উপরন্তু এ সময়ে এমএফআইগুলোর নিয়মিত সঞ্চয়ী সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ কমেছে ৩৬ শতাংশ। এ সমীক্ষা থেকে আরও দেখা যায় করোনা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায়, করোনা চলাকালীন সময়ে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর গড়ে ঋণ বিতরণ কমেছে ২৫ শতাংশ ও ঋণ স্থিতি কমেছে ৭ শতাংশ যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এমএফআইগুলোর নতুন ঋণ প্রদানের সক্ষমতা অনেকাংশেই কমে গিয়েছে। এই সমীক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো করোনা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায়, করোনা চলাকালীন সময়ে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় কমেছে ৪২ শতাংশ এবং খরচ বেড়েছে ৮ শতাংশ যা তাদের আয় এবং ব্যয়ের তীব্র অসামঞ্জস্যের চিত্র তুলে ধরে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে কোভিড চলাকালীন সময়ে শতকরা ৯৪ ভাগ ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ঋণাত্মক আয়ের ভার বহন করছে।

করোনাকালীন সময়ে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমএফআইগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাময়িকভাবে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ স্থগিত করার নির্দেশনা প্রদান করে এবং একই সাথে তাদের নিজস্ব কর্মকান্ডও সীমিত আকারে পরিচালনা করার নির্দেশ দেয়। এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে করোনা চলাকালীন সময়ে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের হার ৬৩ শতাংশে নেমে গিয়েছে যা করোনা পূর্ববতী সময়ে প্রায় ১০০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। সদস্যদের অধিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এমএফআইগুলোর নতুন ঋণ প্রদানের পরিমাণ অনেকাংশেই কমে গিয়েছে। উপরন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে অধিকাংশ গ্রাহকের কাজ ও আয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা তাদের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যকেও দুর্বল করে দিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর দৈনিক কার্যক্রম ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ঋণ খেলাপির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রশাসনিক খরচ বেড়েছে এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণ যা তারা বানিজ্যিক ব্যাংক থেকে নিয়েছিল তা পরিশোধের সামর্থ্যও কমেছে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানে চরম তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে। সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর তারল্য সংকটের আনুমানিক পরিমাণ প্রতি মাসে গড়ে ৯ কোটি টাকা। একদিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে ঋণ গ্রহীতাদের নির্দিষ্ট সময়ে ঋন পরিশোধে ব্যর্থতা অন্যদিকে সদস্যদের সঞ্চয় উত্তোলন ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর চরম তারল্য সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ। উপরন্তু, ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অর্থায়নের জন্য অনেকাংশেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল এবং এমতাবস্থায়ও তাদেরকে পূর্বনির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে।

চিত্র-১- কোভিড পূর্ববর্তী ও করোনা চলাকালীন সময়ে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর গড় নীট আয় (মিলিয়ন টাকা)

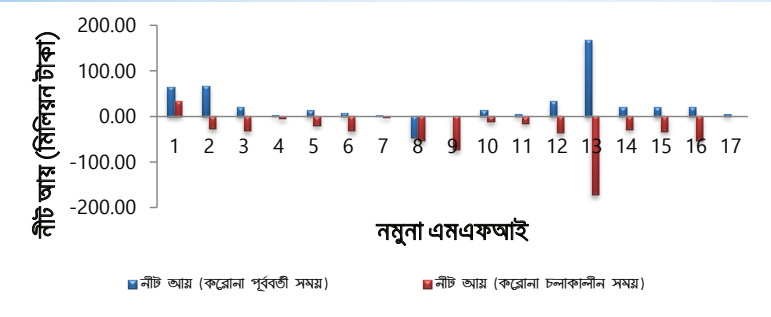

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এখনই সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে। এই সংকট মোকাবিলায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা কিন্তু প্রথম থেকেই অব্যাহত রেখেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমনের শুরু থেকেই এমএফআইগুলো তাদের সদস্যদের সাপ্তাহিক সভা সমিতি বাতিল করেছে এবং ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়ায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেছে। এ সংকট নিরসনে এমএফআইগুলো তাদের অ-কৃষি কার্যক্রমে ঋণ দেওয়া অব্যাহত রেখেছে এবং প্রশাসনিক খরচ অনেকাংশেই কমিয়ে এনেছে। অনেক ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান করোনা মোকাবিলায় গ্রাহক ও কর্মীদের জন্য সচেতনতা মূলক কার্যক্রম ও সুরক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান করোনা মোকাবিলায় টেলি-ওয়ার্কিং ও ডিজিটাল পরিসেবার পরিধি বাড়ানোর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়।

এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো আরও কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারে । এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের কষ্টার্জিত এবং সবচেয়ে মূল্যবান দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ - যা পারস্পরিক আস্থার উপর নির্ভরশীল - তা স্টেকহোল্ডারদের মাঝে অব্যাহত রাখার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা । এ লক্ষ্যে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা, গ্রাহকদের ন্যায্য প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য এবং তা বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প-মেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ধরনের একটা বৈশ্বিক মহামারীর প্রভাব মোকাবিলা করার নিজস্ব ক্ষমতা তৈরী করা। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানগুলো যে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছে তাদেরও যেকোন ধরনের দূর্যোগ কাটিয়ে উঠার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণও জরুরী। এ ধরনের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই দূর্যোগকালীন সময়ে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সকল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান একান্তই জরুরী।

ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আঁগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
আইএনএম ট্রেনিং সেন্টার, বাড়ী# ৩০, রোড# ০৩, ব্লক# সি, মনসুরাবাদ আর/এ, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮০-০২-৮১৮১০৬৬, ৮১৯০২২৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-০২-৫৮১৫৫২৬
ইমেইল: info@inm.org.bd, ওয়েব: www.inm.org.bd